যতি

সব আরম্ভেরই একটা শেষ আছে, সব শেষেরই একটা আরম্ভ
এপাশে শ্মশান, —হরিবোল।
ওপাশে আঁতুর, – উলুরব।
এইখানে জরা এসে থামে,
হাঁটা শু করে শৈশব

এইখানে স্রোতকে থামিয়ে,
সময়ের অমোঘ আঁচড়,
শব্দ ধরিয়ে দিয়ে বলে—
"ওঠ, কবি, লেখা শু কর।"

শব্দ কি জীবনের শু?
শব্দ কি জীবনের শেষে ?
এই প্রশ্নের মাঝখানে
কবিতা দাঁড়ায় মৃদু হেসে।

শেষ হবে বলেই কি শু?
নাকি, শেষ হলে শু হবে ?
কবি জানে, ঠিক এইখানে
পূর্ণচ্ছেদ দিতে হবে।

রাতুল চন্দ্র রায়



Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com